ভাষা আন্দোলন (১৯৫২)

ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর মূখ্য উপস্থিতি না থাকলেও আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন চিঠির মাধ্যমে। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলোনের সময় বঙ্গবন্ধ ছিলেন জেলে। তিনে সেখান থেকে ভাষা আন্দোলন কে বেগবান করার জন্য কাঁচামাল যুগিয়েছেন। ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের কর্মী সম্মেলনে গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠিত হয়। এর আগে ১৯৪৮ সালে ৬ ও৭ সেপ্টেম্বর ভাষা বিষয়ক কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনের কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবগুলো পাঠ করেছিলেন সেদিনের ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান।। ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রতাষাকে বাংলা করার জন্য ছাত্ররা একত্রিত হয়ে মিছিল বের করে। সেই মিছিলে পাক বাহিনির গুলিতে রফিক, সালাম, বরকত, জববারসহ আরো অনেকে শহীদ হয়। তিনি জেলে বসে সেই শোক পালন করেন।

Scanned with CamScanner

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন (১৯৫৪)

বাঙালী জাতীর স্বরনীয় দিনগুলোর মধ্যে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন অন্যতম। ঐ দিন যুক্তক্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করে যেটা ছিলো ১৯৫৪ সালে ১০ই মার্চ পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন। কিন্তু পাকিস্তান শাষকগোষ্ঠী বাঙালির এই আধিপত্য মেনে নিতে পারেনি। মাত্র আড়াই মাসের মধ্যে তারা নির্বাচনকে বয়কট করে।। এই নির্বাচনের পর বঙ্গবন্ধুকে ৭ মাস কারাবন্ধি করে রাখা হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

৬ দফা আন্দোলন (১৯৬৬)

আমরা সকলেই জানি বাংলাদেশের মুক্তির সনদ হচ্ছে এই ৬ দফা দাবি। আর এই স্বর্ণাক্ষরে লেখা ৬ দফা দাবিটি পেশ করেছিলেন আমাদের প্রাণ প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবর রহমান। ১৯৬৫ সালে পাকভারত যুদ্ধের সময়কালে পূর্ব বাংলা সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত ছিল। স্পষ্ট হয়ে ওঠে পাকিস্তানের সামরিক শাসকগণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার ন্যুনতম উন্নতি করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেনি। বাঙালিদের প্রতি জাতিগত এই বৈষম্যের বাস্তব চিত্র উঠে আসে ১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী লাহোরে আহত "সর্বদলীয় জাতীয় সংহতি সম্মেলন" শেখ মুজিবর রহমান ৬ দফা দাবী উপস্থাপন।

Scanned with CamScanner

গণ অভ্যুত্থান (১৯৬৯)

পাকিস্তানী সামরিক শাসন উৎখাতের লক্ষ্যে ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি সংগ্রামী জনতা শাসকগোষ্ঠীর দমন-পীড়ন ও সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণে মতিউর ও রুস্তম শহীদ হন। প্রতিবাদে সংগ্রামী জনতা সেদিন সচিবালয়ে আইয়ুব মোনায়েম চক্রের দালাল, মন্ত্রী, এমপিদের বাড়িতে এবং তাদের মুখপত্র পাকিস্তান অবজারভারে আগুন লাগিয়ে দেয়। জনগণ আইয়ুব গেটের নাম পরিবর্তন করে আসাদ গেট নামকরণ করেন। গণ অভ্যুত্থানের জোয়ারে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে প্রধান আসামি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সব আসামিকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

Scanned with CamScanner

সাধারণ নির্বাচন (১৯৭০)

বাঙালী জাতীয় জীবনে আরো একটি উল্লেখযোগ্য দিন সাল হলো ১৯৭০। ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসের ২৫ তারিখ দেশে সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর হলেও সামরিক সরকার গণ-দাবিকে উপেক্ষা করার মত শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছিলোনা । তাই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান সারা দেশে এক ব্যক্তি এক ভোটের নীতিতে সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হন। ৭ই ডিসেম্বর '৭০ থেকে ১৯শে ডিসেম্বর' ৭০ এর মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে তফসিল ঘোষণা করা হয় এবং শান্তিপূর্ণভাবে দেশব্যাপী এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ৬ দফা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে প্রদান করে। ই নির্বাচন বঙ্গবন্ধুর নেবে আওয়ামীলীগ জাতীয় পরিষদে ৩১০ আসনের মধ্যে ১৬৭ আসনে জয়লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের ম্যাজেন্ডা লাত করে। নির্বাচনে জয়লাভের পর পাকিস্তানের সামরিক সরকার গঠনে মত দিতে অস্বীকার করেন।

Scanned with CamScanner

মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১)

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির সবচেয়ে গৌরবময় ঘটনা। এই গৌরবময় ঘটনা ঘটার গতি বৃদ্ধি পায় ১৯৭১ সালের বঙ্গবন্ধর ৭ই মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে। সেই ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে বাঙালী জাতীর মানুষের রক্ত গরম হয়ে ওঠে এবং বর্বব পাকিস্তান বিরুদ্ধে আন্দোলন বেগবান করে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ সেই কালো রাতের কথা বাঙালী কখনো ভুলবেনা। ২৬ মার্চ শুরু হয় সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। আর এই যুদ্ধের জন্য স্বাধীনতার ঘোষনা দেন বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবর রহামান। তাই কবি বলেছেন "যতদিন রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেধনা বহমান, ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবর রহমান"।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner